



কৃষিমন্ত্রক

দুগ্ধ উৎপাদনে আমাদের দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থানে: শ্রী রাধামোহন সিং রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের অধীনে গোকুল গ্রামের ক্ষেত্রে ‘গির গোকু অভয়ারণ্য’-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে প্রাণীজ প্রোটিনের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতিকে স্বাস্থ্যকর রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখার দায়িত্ব পশু চিকিৎসকদের ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী রাধামোহন সিং রবিবার বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাতে পশুপালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে

Posted On: 29 MAY 2017 5:32PM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী রাধামোহন সিং রবিবার বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাতে পশুপালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের অধীনে গোকুল গ্রামের ক্ষেত্রে ‘গির গোকু অভয়ারণ্য’-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এটা পশুসম্পত্তি বিমা কভারেজের অধীনে পোরবন্দরের ধরমপুরে স্থাপিত হবে। আগে শুধুমাত্র দুই ধরনের দুগ্ধদায়ী প্রাণীকে এক্ষেত্রে যুক্ত করা হয়েছিল, বর্তমানে ৫ প্রজাতির দুগ্ধদায়ী প্রাণী এবং ৫০ প্রজাতির ছোট প্রাণীকে এতে যুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই এই প্রকল্পকে রূপায়িত করা হবে। আগে শুধুমাত্র ১৫টি জেলা এতে যুক্ত ছিল। ২০১৪-১৫ সালে রাজ্যে প্রায় ২৬,০০০ প্রাণীর বিমা করা হয়েছিল। পশু চিকিৎসকদের ঘাটতি মেটাতে জুনাগড়ে একটি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী সরকারদ্বারা কামধেনু বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটেকনিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, এটা বিশাল গর্বের বিষয়ে, আমাদের দেশ পৃথিবীতে দুগ্ধ উৎপাদনে প্রথম স্থানে রয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে দুগ্ধ উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ছিল ৬.২৮ শতাংশ, যার জন্য সর্বমোট উৎপাদন ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ মিলিয়ন টনে গিয়ে পৌঁছায়। আর বর্তমানে জনপ্রতি দুধের লভ্যতা গড়ে ৩৩৭ গ্রাম, সমগ্র বিশ্বের হিসেবে যা হচ্ছে ২২৯ গ্রাম। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০১১-১৪ বছরগুলোর তুলনায় ২০১৪-১৭ বছরগুলোতে দুধ উৎপাদনে বৃদ্ধি হয়েছে ১৬.৯ শতাংশ।

তিনি বলেন যে, শহর ও গ্রামীণ এলাকায় মানুষের জীবনযাত্রার গুণমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রাণীজ প্রোটিনেরও চাহিদা বাড়ছে। তাই পশু সম্পত্তি, পোল্ট্রি এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিকরার ক্ষেত্রে নিয়মিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে দেশের নাগরিকগণ ভালোভাবে পুষ্টি পেতে পারেন এবং স্বাস্থ্যবান হতে পারেন। সেজন্যে প্রাণীজ প্রোটিনের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতিকে স্বাস্থ্যকর রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখার দায়িত্ব পশু চিকিৎসকদের।

তিনি বলেন, সরকার আগামী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সরকারের এই সংকল্প পূরণে পশু চিকিৎসকদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যকর পশু আপনা থেকেই কৃষকদের আয় বাড়িয়ে দেয় এবং দেশও আর্থিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীতে ভারতেই সবচেয়ে বেশি প্রাণীসম্পদ রয়েছে, প্রায় ৫১২.০৫ মিলিয়ন। যার মধ্যে ১৯৯.১ মিলিয়ন গবাদি পশু, ১০৫.৩ মিলিয়ন মহিষ, ৭১.৬ মিলিয়ন ভেড়া এবং ১৪০.৫ মিলিয়ন হুইট ছাগল। ছাগলের ক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এবং এর সংখ্যা প্রাণীসম্পদের প্রায় ২৫%। ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পোল্ট্রি বাজার, যেখানে ৬৩ বিলিয়ন ডিম এবং ৬৪৯ মিলিয়ন পোল্ট্রি মাংস উৎপাদন হয়। ভারতের সামুদ্রিক ও মৎস্য শিল্প বার্ষিক প্রায় ৭ শতাংশ হারে বৈশ্বিক বৃদ্ধিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে ভারতের প্রাণীসম্পদক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্ব বাজারে এক প্রধান যোগদানকারী হিসেবে উঠে আসছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক মানের গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা সুনিশ্চিত করছে। এই লক্ষ্যে আই.সি.এ.আর.-এর পঞ্চম ডিন কমিটির প্রতিবেদনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৃতিসহ ‘ছাত্র’ ও ‘আম’-এর মত প্রকল্প শুরু হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির আর্থের পরিমাণও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সব শেষে মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশকে সমৃদ্ধশালী হিসেবে দেখতে হলে, কৃষির অগ্রগতি ও কৃষকদের উন্নতির জন্য আমাদের সবাইকে এক সঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে। যখন কৃষি এগিয়ে যাবে, তখন কৃষকের উন্নতি হবে এবং তখন নিশ্চিতভাবে দেশও এগিয়ে যাবে।

(Release ID: 1491172) Visitor Counter : 3

Background release reference

রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের অধীনে গোকুল গ্রামের ক্ষেত্রে ‘গির গোকু অভয়ারণ্য’-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে

